দৈনিক বাংলা
তারিখ 29 MAR 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিকের তারিখ পরিবর্তন

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে গেল। পনেরো জুনের নির্ধারিত পরীক্ষা এখন পয়লা আগস্ট থেকে শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা–কুমিল্লা–রাজশাহী–যশোর চার শিক্ষা বোর্ডের জন্যেই এই এক সিদ্ধান্ত। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই— চার বোর্ডের পরীক্ষা এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে, এটাই প্রচলিত প্রথা। অবাক হওয়ার মত ব্যাপার একটাই— ব্যাপারটা কি ঘটল?

চারটি বোর্ড আর শিক্ষা কর্তৃপক্ষ জাতীয় পরিস্থিতি এবং সুবিধা–অসুবিধা বিবেচনা করে পরীক্ষার তারিখ স্থির করে থাকেন। গুরুতর কোন পরিস্থিতির বা বিঘ্নের উদ্ভব ঘটলে পরীক্ষার তারিখ বদলানোয় বাধার কিছু নেই। এবারকার এ পরিবর্তনটাকে কি ঠিক তেমন করে গ্রহণ করা সম্ভব?

তারিখ বদলানোর পটভূমি বা কারণ সম্পর্কে এ সংক্রান্ত ঘোষণায় কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তবে আমরা যারা ঢাকায় আছি তাদের পক্ষে একটা কারণ আন্দাজ করা কঠিন নয়। যদি এ আন্দাজই ঠিক হয়ে থাকে, পরীক্ষার তারিখ বদলানোর যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন এড়ানোর উপায় নেই।

'ব্যাপারটা হচ্ছে এই, জুন মাসেই আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা। বিশ্বকাপের প্রতি আকর্ষণ সুবিদিত। টেলিভিশনে এ খেলা দেখানোর ব্যবস্থা থাকে। পরীক্ষা জুন মাসে শুরু হলে শিক্ষার্থীদের যারা খেলা দেখতে আগ্রহী তাদের কিছু অসুবিধে ঘটবে। ঢাকার একটি কলেজের শিক্ষার্থীরা তাই এনিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন দিনকয়েক আগে। তারা এই পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার দাবিতে কলেজের সামনের রাস্তায় কিছু গাড়িও ভাংচুর করেছেন। পুলিশ শৃংখলা রক্ষায় এগিয়ে গেলে তাদের সঙ্গেও নাকি দুহাত লড়ে নিয়েছেন। ব্যাপারটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।

পরীক্ষার তারিখ বদলানোর সিদ্ধান্ত থেকে আমাদের আন্দাজ পরিস্থিতি সেদিনকার মত নিয়ন্ত্রণে চলে এলেও এর জের মিটে যায়নি। 'ভাঙ গাড়ি কর্মসূচী' ফলপ্রসূ হয়েছে। পরীক্ষা দেড় মাস পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যারা বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা নিরুদ্বেগে, দেখার আগ্রহ জানিয়েছেন তাদের এখন আর কোনই অসুবিধা রইল না। কেবল প্রশ্ন জাগল, শিক্ষা আর শৃংখলার কি ঘটল।

খেলার প্রতি কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর আকর্ষণ থাকবে, এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। খেলা কেন, আরও অনেক কিছুতেই আকর্ষণ থাকতে পারে এবং অবশ্যই আছে। খেলা দেখা ছাড়া নিজে খেলার আসক্তিও কম জোরালো নয়। অনেক আকর্ষণ আর আসক্তির টানাপোড়েনের মাঝ দিয়েই আমাদের সকলকে চলতে হয় এবং হবে। অনেক কিছুর আকর্ষণের মাঝখানে বেছে নিতে হয় একটা কিছুকে। এ বাছাই কর্মের মাপকাঠি একটাই–অগ্রাধিকারের দাবি। অর্থাৎ কোন সময়ে কোন কাজটির দাবি সর্বাধিক সে বিচার করে একটা কিছু বেছে নিতে হবে। পরীক্ষার চেয়ে খেলা দেখার দাবিই বড়, এমন যুক্তি কি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? না কি একটি কলেজের পরীক্ষার্থীদের দাবির মধ্য দিয়ে গোটা পরীক্ষার্থী সমাজের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

যদি ধরে নেয়া হয়, এ প্রশ্নে সব পরীক্ষার্থীই একমত, তারপরও অগ্রাধিকার বিবেচনার প্রয়োজন থাকে। আর এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করেই বলা যায়, একটি কলেজের পরীক্ষার্থীদের একবেলার তান্ডবকে গোটা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সমাজের দাবি বলা যায় না। সর্বোপরি পরীক্ষা পিছিয়ে খেলা দেখার সুযোগ করে দিলেই সব পরীক্ষার্থীদের এ সুযোগ দেয়া হচ্ছে, এমন মনে করারও কারণ নেই। পরীক্ষার্থীদের বৃহত্তর অংশ গাও–গেরামে ছড়িয়ে আছেন। টেলিভিশন তো পরের কথা বিদ্যুৎই তাদের বহুলাংশের হাতের নাগালে নেই। ফলে বিশেষ সুযোগ কিছু যদি এতে দেয়া হয়ে থাকে, তা কেবল শহরে পরীক্ষার্থীদেরই দেয়া হয়েছে। (এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, পরীক্ষা পিছিয়ে খেলা দেখার অবকাশ তৈরি আদৌ কোন সুযোগ বিবেচিত হবে কিনা, সেও তর্ক সাপেক্ষ)।

পরীক্ষা গ্রহণের সাধারণ রীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শিক্ষাসূচী সমাপনান্তে গৃহীত যোগ্যতা যাচাই বা টেস্ট পরীক্ষার তিন মাস পরই পরীক্ষা নেয়া ছিল সাধারণভাবে গৃহীত নীতি। শ্রেণীকক্ষের পঠন–পাঠন শেষ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে তিন মাস সময়ই পর্যাপ্ত বিবেচিত হয়ে আসছিল। এর আরও একটি দিক আছে। টেস্ট পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিয়ে যে উদ্বেগের মাঝ দিয়ে পরীক্ষার্থীকে যেতে হয় তা দীর্ঘায়িত হলে তরুণ মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিরও আশংকা আছে। সাম্প্রতিককালে আমরা তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার নিয়ম রক্ষা করতে পারছি না। যেমন এ বছরই ডিসেম্বরে পঠন–পাঠন এবং টেস্ট পরীক্ষা শেষ হলেও আমরা পরীক্ষার তারিখ স্থির করে রেখেছিলাম পনেরো জুন। অনেকের দৃষ্টিতে এটাই ছিল মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব। এখন তা আরও দেড় মাস পিছিয়ে যাওয়ার ফলে অবস্থা যা দাঁড়ালো, এ নিয়ে মন্তব্য করারও প্রয়োজন হয় না।

প্রচন্ড মানসিক চাপ দীর্ঘস্থায়ী হলে পরীক্ষার প্রস্তুতি ধরে রাখা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হওয়ার কথা নয়। অন্যদিকে শ্রেণীকক্ষের তালিমও অনেকের পক্ষেই অত দিনে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। যেসব ভাগ্যবান পরীক্ষার্থী এ পুরো সময়টাই নিজেদের গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকেন, তারাই হয়ত পারবেন প্রস্তুতির মাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখতে। তেমন অবস্থায় নেয়া পরীক্ষা কোনক্রমেই ন্যায় ও সমতা ভিত্তিক গণ্য হতে পারে না। কেননা একদল শিক্ষার্থী যখন ক্রমে শ্রেণীকক্ষের স্মৃতি ভুলতে বসবে (গ্রামের পরীক্ষার্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে এ সমস্যায় পড়তে হবে) অন্যদল তখন টাকার জোরে স্বতন্ত্র পঠন–পাঠনের ব্যবস্থা করে এগিয়ে যাবে।

এসব তাত্ত্বিক সমস্যার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই, একজন তরুণ পরীক্ষার্থী যদি তার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ভুলও করে, আমরা তাকে কতটুকু প্রশ্রয় দিতে পারি। সময়ের কাজ সময়ে করার অভ্যাস এবং শৃংখলা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রস্তুতিই যদি উপেক্ষা করতে দেয়া হয়, বাস্তব জীবনে এই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে?

অন্যদিকে কোন পদ্ধতিতে দাবি আদায় করিয়ে নেয়া হল, এ দিকটিও বিবেচনায় আনার প্রয়োজন আছে। পরীক্ষার তারিখের সঙ্গে রাস্তার যানবাহনের কোন যোগ ছিল না। ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন ও তাদের অধিকারীদেরও এই তারিখের কোন যোগ আমরা কল্পনায় আনতে পারছি না। পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানাতে নেমে এসব যানবাহনের উপর হামলা চালানোর তাই নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্যোগ বা সন্ত্রাসী আচরণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবার উপায় নেই। এমন উদ্যোগ বা তৎপরতা যদি পুরস্কার পায়, সমাজ জীবনে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার আশা কোথায় ঠেলে দেয়া হয়, তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কতিপয় জটিলতা এমনিতেই উচ্চশিক্ষাকে অনিশ্চয়তার মাত্রায় দীর্ঘায়িত করে তুলেছে। এভাবে পরীক্ষা পেছানোর ফলে এই অনিশ্চয়তা আরো বাড়বে। সকল আবদার মেনে নেয়ার ফল কি হবে বা হতে পারে এ নিয়ে মন্তব্য করারও প্রয়োজন নেই।

অপর পক্ষে গ্রাম আর শহরের শিক্ষা মানে এমনিতেই ব্যাপক বৈষম্য তৈরি হয়ে আছে। এ বৈষম্য আরও বাড়ার মত ব্যবস্থা নিয়েও দুর্ভাবনার কারণ রয়েছে।

এতসব দুর্ভাবনার মাঝে পরীক্ষা পেছানোর দাবি মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ কি করলেন, একটু ভেবে দেখবেন বলেই আমরা আশা করি। আমরা মনে করি, শৃংখলার পরিপন্থী আচরণ, সে যার কাছ থেকেই আসুক, প্রশ্রয় না দেয়ার নীতিতে অটল থাকা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে এ জাতীয় কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে, এ দিকগুলো বিবেচনায় রাখলে গোটা জাতিই উপকৃত হবে সন্দেহ নেই।

— সালেহ চৌধুরী